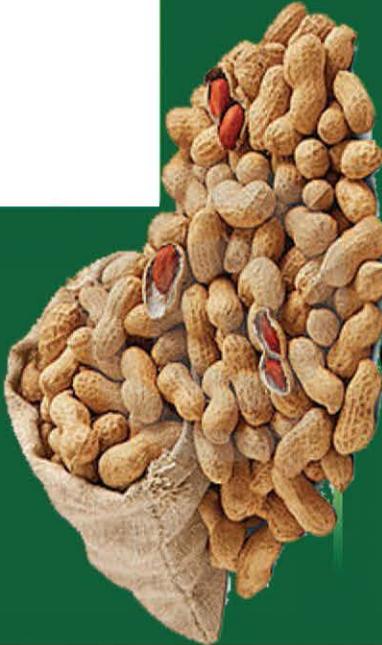


তিপুরা সরকার



টীনা বাদাম ঢায়

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে



জৈব বিষ গ্যাফলেটিকসিন ১০ - বাদাম এবং বাদামের উপজাত (যেমন খেলি) বস্তুতে 'এ্যাসপারজিলস ফ্রেডস' নামে এক প্রকার ছাইকের আঙ্গমেনে এ্যাফলেটিকসিন' নামক একপ্রকার জৈব বিষ সৃষ্টি হয়। এই বিষটি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদেহে ৩০ পি.সি. এম উপরে থেকে পচাশটোলা ক্ষতি তৈরি করে আশেষ ক্ষতি করতে পারে। এই ছাইক আঙ্গন বাদামের খোল খাওয়াগোর পর গরুর দুধ ও গো মূলে এ্যাফলেটিকসিনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গুচ্ছে।

ভারতীয় বাদাম ও বাদামের খোলে 'এ্যাফলেটিকসিন' পরিমাণ মন্তব্য রোগ সীমার উপরে থাকায় বর্তমানে বাদামের রপ্তানি বাণিজ ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাই 'গ্যাফলেটিকসিন'-এর মাত্রা ক্ষতিকর সীমার নীচে রাখার জন্য বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হওয়া দরকার।

পোকার আক্রমণ : ত্রিপুরায় ঢিনাবাদামের বিভিন্ন পোকার আঙ্গমের মধ্যে উই পোকা (Termites), শুঁয়া পোকা/ লেদা পোকা, হোয়াইট গ্রাব (White Grub), লিফ মাইনার (Leaf miner), জব পোকা (Aphid) ইত্যাদি লক্ষণ করা যায়।

উই পোকা : বীজ বপনের পর থেকেই পোকার আঙ্গমে বীজ ও গাছের মূল ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গাছ মূলে থায়। প্রতিকরের ঘোষ প্রতিরোধ ক্ষমতাহীন ভাল। ভূমি তৈরীর চাবের সময়েই প্রতি লিটার জলে ৮ মিঃ লিঃ ক্লোরোপাইরিফস (২০ E.C.) বা ডারসবান বা কুরাবন একটুই হারে মিশিয়ে সমস্ত জীবিতে ভালভাবে ছুটিয়ে দেয়া যেতে পারে। কাণি ক্ষেত্রে হিসাবে ৮০ - ১০০ লিটার জল নিম্নিত ওষ্ঠেথ লাগবে।

(১) ফসল পোকে যাওয়ার পর বেশিদিন মাটে থেকে রাখলে রোগ-পোকা বা অন্য কোন ভাবে শুঁটি বা দানা ক্ষতিগ্রস্ত হলে ও এই বিষাক্ত ছাইকের আক্রমণ ঘটিতে পারে।

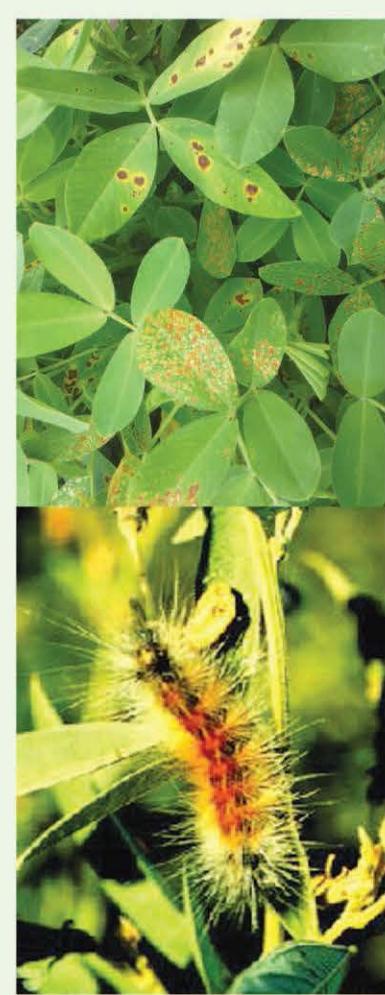
(২) বাদাম তেলার পর সংরক্ষণের সময় বাদামের আর্দ্রতা ৯ শতাংশের বেশী হলে বা ৮০-৮৫ শতাংশ আপেক্ষিক আর্দ্রতা, বাতাসের তাপমাত্রা ৩০°-৩২° সেঃ হলে এই বিষাক্ত ছাইকের আক্রমণ ঘটে দ্বারা তাই সঠিক ভাবে সংরক্ষণ করা জরুরী।

(৩) এ্যাসপারজিলস ফ্রেডস ছাইকের প্রতিরোধক জাত (যেমন-জুন্ডাড-১১ / জে-১১) বপন করা যেতে পারে।

হোয়াইট গ্রাব ১ পোকার সদা রং-এর গ্রাবগুলি গাছের মূল থেকে গাছকে খেলে। প্রতিকর হিসাবে প্রয়োজনে মনোজ্ঞটেক্স (৪০ ই. সি) প্রতি লিটার জলে ২ মিঃ লিঃ বা রোগর/ডাইনিথেইট (৩০ ই. সি) ১ মিঃ লিঃ এই হারে মিশিয়ে সমস্ত গাছের গোড়ার দিকে ভালভাবে ছুটিয়ে দেয়া যেতে পারে।

লিফ মাইনার : সবুজ রং-এর হোট পোকাগুলি কচি পাতার ভিতর সুরক্ষ সৃষ্টি করে থেকে ক্ষতি করে। প্রতিকর হিসাবে প্রয়োজনে মনোজ্ঞটেক্স (৪০ ই. সি) প্রতি লিটার জলে ১ মিঃ লিঃ বা রোগর/ডাইনিথেইট (৩০ ই. সি) ১ মিঃ লিঃ এই হারে মিশিয়ে সমস্ত গাছের উপরে ভালভাবে ছুটিয়ে দেয়া যেতে পারে।

জব পোকা : হোট পোকাগুলি গাছের কচিপাতা থেকে রস ঝসে নেব। ফলে আঙ্গন অংশ শুকিয়ে থায়। প্রতিকর হিসাবে প্রয়োজনে রোগর/ডাইনিথেইট (৩০ ই. সি) প্রতি লিটার জলে ১ মিঃ লিঃ বা এসিফেইট (৭৫ এস পি) প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম এই হারে মিশিয়ে সমস্ত গাছে ভালভাবে ছুটিয়ে দেয়া যেতে পারে।



কারিগরী প্রকাশনা নং ১০-২

প্রকাশনা সহায়তা : শস্য বিজ্ঞান শাখা, শস্য রক্ষা ব্যবস্থাপনা শাখা, রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র
সম্পাদনা : বৃদ্ধদেব আচার্য, সহস্র অধিকৃত কৃষি তথ্য শাখা, রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র।

প্রকাশক : শ্রী ফরিদুল্লাহ জমাতিয়া, মুখ্য কৃষি আধিকার্তা, রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র।

মুদ্রণে : একাধিকার্য প্রক্রিয়া আগবংশ।
কৃষি বিভাগ, ত্রিপুরা সরকার।

রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র
অর্থকৃতিনগর
কৃষি বিভাগ, ত্রিপুরা সরকার।

২০২৫

